ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ছালাত বিষয়ে জ্ঞাতব্য (معلوماة في الصلاة)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

৬. ছালাতের শর্তাবলী (شروط الصلاة)

ছালাতের বাইরের কিছু বিষয়, যা না হ’লে ছালাত সিদ্ধ হয় না, সেগুলিকে ‘ছালাতের শর্তাবলী’ বলা হয়। যা ৯টি। যেমন-

(১) মুসলিম হওয়া[89] (২) জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া[90] (৩) বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া ও সেজন্য সাত বছর বয়স থেকেই ছালাত আদায় শুরু করা[91] (৪) দেহ, কাপড় ও স্থান পাক হওয়া [92] (৫) সতর ঢাকা। ছালাতের সময় পুরুষের জন্য দুই কাঁধ ও নাভী হ’তে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের দুই হাতের তালু ও চেহারা ব্যতীত মাথা হ’তে পায়ের পাতা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ সতর হিসাবে ঢাকা।[93] (৬) ওয়াক্ত হওয়া[94] (৭) ওযূ-গোসল বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা (মায়েদাহ ৬)। (৮) ক্বিবলামুখী হওয়া [95] (৯) ছালাতের নিয়ত বা সংকল্প করা।[96]

সতর ও লেবাস সম্পর্কে চারটি শারঈ মূলনীতি :

(১) পোষাক পরিধানের উদ্দেশ্য হবে দেহকে ভালভাবে আবৃত করা। যাতে দেহের গোপনীয় স্থান সমূহ অন্যের চোখে প্রকট হয়ে না ওঠে। [97] (২) ভিতরে-বাইরে তাক্বওয়াশীল হওয়া। এজন্য ঢিলাঢালা, ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করা। হাদীছে সাদা পোষাক পরিধানের নির্দেশ এসেছে।[98] (৩) অমুসলিমদের সদৃশ না হওয়া।[99] (৪) অপচয় ও অহংকার প্রকাশ না পাওয়া। এজন্য পুরুষ যেন সোনা ও রেশম পরিধান না করে এবং টাখনুর নীচে কাপড় না রাখে।[100]

মস্তকাবরণ :

পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির মধ্যে মস্তকাবরণ ব্যবহারের নিয়ম আদিকাল থেকে ছিল, আজও আছে এবং আরবদের মধ্যেও এটা ছিল। আল্লাহ বলেন, خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ‘তোমরা ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর’ (আ‘রাফ ৭/৩১)। সেকারণ ছালাতের সময় উত্তম পোষাক সহ টুপী, পাগড়ী প্রভৃতি মস্তকাবরণ ব্যবহার করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের অভ্যাসগত সুন্নাত ছিল। আরবদের মধ্যে পূর্ব থেকেই এগুলির প্রচলন ছিল, যা ভদ্র পোষাক হিসাবে গণ্য হ’ত। ইসলাম এগুলিকে বাতিল করেনি। বরং মস্তকাবরণ ব্যবহার করা মুসলমানদের নিকট সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।[101] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুধু টুপী অথবা টুপীসহ পাগড়ী বা টুপী ছাড়া পাগড়ী পরিধান করতেন।[102] ছাহাবীগণ টুপী ছাড়া খালি মাথায়ও চলতেন।[103] হাসান বাছরী বলেন, ছাহাবীগণ প্রচন্ড গরমে পাগড়ী ও টুপীর উপর সিজদা করতেন।[104] বিশেষ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাথায় বড় রুমাল ব্যবহার করেছেন। [105] তবে তিনি বা তাঁর ছাহাবীগণ এটিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। বরং ইসলামের দুশমন খায়বারের ইহুদীদের অভ্যাস ছিল বিধায় আনাস বিন মালেক (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ এটিকে দারুণভাবে অপছন্দ করতেন।[106] ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে আগত দাজ্জালের সাথে সত্তুর হাযার ইহুদী থাকবে। তাদের মাথায় বড় ‘রুমাল’ (الطَّيَالِسَةُ) থাকবে বলে হাদীছে এসেছে। [107] আরবদের মধ্যে মাথায় ‘আবা’ (الْعَبَاءُ) নামক বড় রুমাল ব্যবহারের ব্যাপকতা দৃষ্ট হয়। যা প্রাচীন যুগ থেকে সে দেশে ভদ্র পোষাক হিসাবে বিবেচিত।[108] তবে

ছালাতের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম কখনো বড় রুমাল মাথায় দিয়েছেন বলে জানা যায় না। এতে বরং ছালাতের চাইতে রুমাল ঠিক করার দিকেই মনোযোগ বেশী যায় এবং এর মধ্যে ‘রিয়া’-র সম্ভাবনা বেশী থাকে। পাগড়ীর পরিমাপ বা রংয়ের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কালো পাগড়ী ব্যবহার করতেন।[109] মদ্বীনার সাতজন শ্রেষ্ঠ ফক্বীহ-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাবেঈ বিদ্বান খারেজাহ (মৃঃ ৯৯ হিঃ) বিন যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) সাদা পাগড়ী ব্যবহার করতেন।[110] মহিলাদের মাথা সহ সর্বাঙ্গ আবৃত রাখা অপরিহার্য। চেহারা ও দুই হস্ততালু ব্যতীত’। [111]

অতএব সূরা আ‘রাফে (৭/৩১) বর্ণিত আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে পূর্বে বর্ণিত পোষাকের ইসলামী মূলনীতি সমূহ অক্ষুণ্ণ রেখে, যে দেশে যেটা উত্তম পোষাক হিসাবে বিবেচিত, সেটাই ছালাতের সময় পরিধান করা আবশ্যক। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

জ্ঞাতব্য : জনগণের মধ্যে পাগড়ীর ফযীলত বিষয়ে বেশ কিছু হাদীছ প্রচলিত আছে। যেমন (১) ‘পাগড়ীসহ দু’রাক‘আত ছালাত পাগড়ীবিহীন ৭০ রাক‘আত ছালাতের চেয়ে উত্তম’ (২) ‘পাগড়ী সহ একটি ছালাত পঁচিশ ছালাতের সমান’ (৩) ‘পাগড়ীসহ ছালাতে ১০ হাযার নেকী রয়েছে’। (৪) ‘পাগড়ীসহ একটি জুম‘আ পাগড়ীবিহীন ৭০টি জুম‘আর সমতুল্য’ (৫) ফেরেশতাগণ পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় জুম‘আর দিন হাযির হন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত পাগড়ী পরিহিত মুছল্লীদের জন্য দো‘আ করতে থাকেন’ (৬) ‘আল্লাহর বিশেষ একদল ফেরেশতা রয়েছে, যাদেরকে জুম‘আর দিন জামে মসজিদ সমূহের দরজায় নিযুক্ত করা হয়। তারা সাদা পাগড়ীধারী মুছল্লীদের জন্য আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে’। [112]

হাদীছের নামে প্রচলিত উপরোক্ত কথাগুলি জাল ও ভিত্তিহীন। এগুলি ছাড়াও পাগড়ীর ফযীলত বিষয়ে কথিত আরও অনেক হাদীছ ও ‘আছার’ সমাজে চালু আছে, যার সবগুলিই বাতিল, মিথ্যা ও বানোয়াট। আল্লাহভীরু মুসলিমের জন্য এসব থেকে দূরে থাকা কর্তব্য। বর্তমানে মুসলিম নারী-পুরুষের টুপী, পাগড়ী ও বোরক্বা-র মধ্যেও তারতম্য দেখা যায়। এ বিষয়ে সর্বদা হুঁশিয়ার থাকতে হবে, তা যেন অমুসলিমদের এবং মুসলিম নামধারী মুশরিক ও বিদ‘আতীদের সদৃশ না হয়।

ফুটনোট

[89] . وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ আলে ইমরান ৩/৮৫; তওবা ৯/১৭।

[90] . رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩২৮৭ ‘বিবাহ’ অধ্যায়-১৩, ‘খোলা‘ ও তালাক’ অনুচ্ছেদ-১১; নায়ল, ‘ছালাত’ অধ্যায় ২/২৩-২৪ পৃঃ।

[91] . আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৭২; নায়ল ২/২২ পৃঃ।

[92] . মায়েদাহ ৫/৬, আ‘রাফ ৭/৩১, মুদ্দাছ্ছির ৭৪/৪; মুসলিম মিশকাত হা/২৭৬০ ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়, ১

অনুচ্ছেদ; আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৭৩৭, ৭৩৯, অনুচ্ছেদ-৭।

[93] . ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১২৫; নায়ল ২/১৩৬; মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৫ ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪; সূরা নূর ২৪/৩১; আবুদাঊদ হা/৪১০৪ ‘পোষাক’ অধ্যায়, ৩৪ অনুচ্ছেদ; শামসুল হক আযীমাবাদী, আওনুল মা‘বূদ (কায়রো: মাকতাবা ইবনে তায়মিয়াহ, ৩য় সংস্করণ ১৪০৭/১৯৮৭) হা/৪০৮৬।

[94] . إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا নিসা ৪/১০৩।

[95] . فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ বাক্বারাহ ২/১৪৪।

[96] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ; ছহীহ বুখারী ও মিশকাত-এর প্রথম হাদীছ। রাবী হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)। হজ্জ ও ওমরাহ্-র জন্য উচ্চৈঃস্বরে ‘তাল্বিয়াহ’ পাঠ ব্যতীত অন্য কোন ইবাদতের জন্য মুখে নিয়ত পড়া বিদ‘আত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের বিগত ইমামগণের কেউ মুখে নিয়ত পাঠ করেছেন বা করতে বলেছেন বলে জানা যায় না। হানাফী ফিক্বহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘হেদায়া’-র খ্যাতনামা লেখক বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী বিন আবুবকর আল-ফারগানী আল-মারগীনানী (৫১১-৫৯৩ হিঃ) সহ পরবর্তী কালের কিছু ফক্বীহ অন্তরে নিয়ত করার সাথে সাথে মুখে তা পাঠ করাকে ‘সুন্দর’ বলে গণ্য করেন। যেমন হেদায়া-তে বলা হয়েছে,النية هى الإرادة والشرط أن يعلم بقلبه أيّ صلاة يصلي، أما الذكر باللسان فلا معتبر به ويحسن لاجتماع عزيمته – ‘নিয়ত অর্থ সংকল্প করা। তবে শর্ত হ’ল এই যে, মুছল্লী কোন ছালাত আদায় করবে, সেটা অন্তর থেকে জানা। মুখে নিয়ত পাঠ করার কোন গুরুত্ব নেই। তবে হৃদয়ের সংকল্পকে একীভূত করার স্বার্থে মুখে নিয়ত পাঠকে সুন্দর গণ্য করা চলে’ (অর্থাৎ সংকল্পের সাথে সাথে মুখে তা উচ্চারণ করা)। =হেদায়া (দেউবন্দ, ভারত: মাকতাবা থানবী ১৪১৬ হিঃ) ১/৯৬ পৃঃ ‘ছালাতের শর্তাবলী’ অধ্যায়।

মোল্লা আলী ক্বারী, ইবনুল হুমাম, আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (রহঃ) প্রমুখ খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বানগণ এ মতের বিরোধিতা করেছেন ও একে ‘বিদ‘আত’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। -মিরক্বাত শারহ মিশকাত (দিল্লী ছাপা, তাবি) ১/৪০-৪১ পৃঃ; হেদায়া ১/৯৬ পৃঃ টীকা-১৩ দ্রষ্টব্য। অন্যান্য স্থান সহ ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ মুসলমানের মধ্যে ‘নাওয়াইতু ‘আন উছাল্লিয়া’ পাঠের মাধ্যমে মুখে নিয়ত পড়ার প্রথা চালু রয়েছে। অথচ এর কোন শারঈ ভিত্তি নেই। ছালাতের শুরু হ’তে শেষ পর্যন্ত পুরা অনুষ্ঠানটিই আল্লাহর ‘অহি’ দ্বারা নির্ধারিত। এখানে ‘রায়’ বা ‘ক্বিয়াস’-এর কোন অবকাশ নেই। অতএব মুখে নিয়ত পাঠ করা ‘সুন্দর’ নয় বরং ‘বিদ‘আত’- যা অবশ্যই ‘মন্দ’ ও পরিত্যাজ্য। বাস্তব কথা এই যে, মুখে নিয়ত পাঠের এই বাড়তি ঝামেলার জন্য অনেকে ছালাত আদায়ে ভয় পান। কারণ ভুল আরবী নিয়ত পাঠে ছালাত বরবাদ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী থাকে। অথচ যারা এই বিদ‘আতী নিয়ত পাঠে মুছল্লীকে বাধ্য করেন, তারাই আবার ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতেহা পাঠে মুক্তাদীর মুখে ‘মাটি ভরা উচিত বা পাথর মারা উচিত’ বলে ফৎওয়া দেন (মুফতী আব্দুল কুদ্দূস ও মুফতী সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ‘সহীহ হাদীসের আলোকে হানাফীদের নামাজ’ পৃঃ ১৩-১৪; হাদীছটি যঈফ, ইরওয়া হা/৫০৩)। অথচ সূরায়ে ফাতেহা পাঠের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর স্পষ্ট নির্দেশ মওজুদ রয়েছে।

[97] . মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪ ‘ক্বিছাছ’ অধ্যায়-১৬, অনুচ্ছেদ-২।

[98] . আ‘রাফ ৭/২৬; মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়-২৫, ‘ক্রোধ ও অহংকার’ অনুচ্ছেদ-২০; তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৩৫০ ‘পোষাক’ অধ্যায়-২২; আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৩৩৭।

[99] . আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭ ‘পোষাক’ অধ্যায়-২২।

[100] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১১-১৪, ৪৩২১; নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৩৮১।

[101] . সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫৩৮-এর আলোচনা শেষে দ্রষ্টব্য।

[102] . যা-দুল মা‘আদ ১/১৩০ পৃঃ।

[103] . মুসলিম হা/২১৩৮, ‘জানায়েয’ অধ্যায়, ‘রোগীর সেবা’ অনুচ্ছেদ।

[104] . বুখারী, তা‘লীক্ব হা/৩৮৫, ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৩।

[105] . বুখারী হা/৫৮০৭, ‘পোষাক’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৬।

[106] . যা-দুল মা‘আদ ১/১৩৬-৩৭।

[107] . মুসলিম হা/৭৩৯২/২৯৪৪, ‘ফিতান’ অধ্যায়-৫২, অনুচ্ছেদ-২৫।

[108] . মুসলিম, মিশকাত হা/২১০ ‘ইলম’ অধ্যায়-২, পরিচ্ছেদ-১।

[109] . মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১০, ‘জুম‘আর খুৎবা ও ছালাত’ অনুচ্ছেদ; ইবনু মাজাহ হা/২৮২১-২২, ‘জিহাদ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২২।

[110] . তাবাক্বাতে ইবনে সা‘দ (বৈরূত : দার ছাদের ১৪০৫/১৯৮৫) ৫/২৬২ পৃঃ।

[111] . নূর ২৪/৩১; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৭২, ‘পোষাক’ অধ্যায়-২২।

[112] . আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ ওয়াল মওযূ‘আহ, হা/১২৭-২৯, ৩৯৫।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9174

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন